116

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...27 JUL 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬......

# ছাত্র-রাজনীতির গন্তব্য কোথায়?

নাসির আহমেদ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে শুরু করে এ দেশের মানুষের প্রায় প্রতিটি মুক্তি আন্দোলন কিংবা অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্রসমাজের ইতিবাচক ভূমিকা এক একটি মাইল ফলকের মতো দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে। ঔপনিবেশিক শাসনের দূর অতীত ইতিহাস হয়ত অনেকে আজ আর স্মরণ করতে পারবেন না কিন্তু ৪৭ থেকে '৭১-এর মুক্তি সংগ্রাম পর্যন্ত ঐ নিকট অতীতের দিকে তাকালেও বিস্মিত হতে হয়। কী সাহসী আর ত্যাগী মনোভাব নিয়ে এ দেশের ছাত্রসমাজ তথা ছাত্রনেতৃবৃন্দ এ জাতির প্রতিটি সঙ্কটে পালন করেছেন ত্রাণকর্তার ভূমিকা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে মাতৃভাষার মর্যাদা তথা বাঙালী জাতির স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রামে বুকের রক্ত দিয়ে যে ছাত্রসমাজ সারা বিশ্বে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে— সেই ছাত্রসমাজ এবং ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটি থেকে দিনে দিনে যেন নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। এ দেশে পাকিস্তানী শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে, সামরিক, স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র এবং স্বাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এবং সর্বোপরি '৭১-এর মুক্তি সংগ্রাম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে প্রায় চালিকা শক্তিরূপে কাজ করেছিল ছাত্রসমাজ। গোটা জাতি প্রতিটি সঙ্কটে তাকিয়ে থেকেছে ছাত্রসমাজের দিকে তথা ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বের দিকে। তাদের সিদ্ধান্তেই জাতির ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে। বিশেষ করে ষাটের দশকে আইয়ুবী স্বৈরশাসন হটানোর দুর্বার গণআন্দোলন সংগঠনে ছাত্রসমাজ তথা ছাত্র সংগঠননেতৃবৃন্দ যে অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন, তাতো আজ কিংবদন্তিতুল্য গৌরবের স্মৃতি। সেই ছাত্র নেতৃবৃন্দ আজ বয়সে প্রবীণ, কেউ মন্ত্রী, কেউ সাংসদ, কেউ আমলা। এক কথায় সমাজের চালিকা শক্তিরূপে তাঁদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। কিন্তু তাঁদেরই নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন দলের অঙ্গসংগঠনরূপে যে ছাত্র সংগঠনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনসমূহে তৎপর, তাদের রাজনীতি আজ ঐতিহ্যবর্জিত, তাঁদের রাজনীতি আজ সন্ত্রাসনির্ভর, তাদের রাজনীতি আজ হত্যা আর নৃশংসতার অনুগামী।

দেশের ছাত্র-রাজনীতির এই আমূল এবং অবাঞ্ছিত পরিবর্তন প্রসঙ্গ এল এ কারণেই যে, গত বৃহস্পতিবার আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটল একটি হল দখলের ঘটনা। দখলদারীর সংঘর্ষে আহত হলো ২০ ছাত্র নেতা-কর্মী। সূর্যসেন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের ক্যু, পাল্টাক্যু'র ভিতর দিয়ে ছাত্রলীগ ঐ হলটি দখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে। ভাংচুর করা হয়েছে ২০/২৫টি কক্ষ। ক্যাম্পাসে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে আবার দেখা দিয়েছে চরম উত্তেজনা। ভয়াল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে। মাত্র ১৫ দিন আগে গত ১১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অছাত্র এক 'ছাত্রলীগ ক্যাডার' নিহত হবার মতো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। ঐ ঘটনার জের শেষ হতে না হতেই আবার সূর্যসেন হল দখলের ঘটনা ক্যাম্পাসপরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে দিল। ছাত্রদল ইতোমধ্যে আলটিমেটাম দিয়েছে যে, অবিলম্বে সূর্যসেন হল ছাত্রলীগের সশস্ত্র কর্মীদের হাত থেকে মুক্ত না করা হলে ২৭ জুলাই রবিবার থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট শুরু করবে তারা। হল দখলের এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। ঐ কোন্দলের ফলে যাদেরকে ছাত্রদল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, তারাই নাকি ছাত্রলীগের সঙ্গে আঁতাত করে হল দখল অভিযানে যোগ দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ছাত্রদল এমন একটি ছাত্র-সংগঠন যার নীতি আদর্শের সঙ্গে ছাত্রলীগের নীতি আদর্শের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। সেই আকাশ-পাতাল ব্যবধান সত্ত্বেও কী করে ছাত্রদলের বহিষ্কৃতরা ছাত্রলীগে প্রশ্রয় পায়? এ ধরনের প্রশ্রয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে এ সত্যটিই প্রকাশ পায় যে, আদর্শ কোন বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে সশস্ত্র শক্তি বৃদ্ধিটাই। আর ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বিরোধ কী নিয়ে? বিরোধটাও আদর্শের বা নীতির নয়, বিরোধ প্রভাব প্রতিপত্তির, অস্ত্রশক্তির এবং সর্বোপরি হচ্ছে টেন্ডার, চাঁদাবাজি ইত্যাদির বখরার। প্রভাব না থাকলে আয় রোজগার কমে যায়, দাপট কমে যায়। এখানে নানা রকম কাজের, ব্যবসার পার্সেন্টেজের প্রশ্নটা বরবাদ করে দিয়েছে ছাত্ররাজনীতির সকল মূল্যবোধ। সে কারণেই ছাত্রনেতা হতে এখন আর ছাত্র থাকারও প্রয়োজন হয় না। অস্ত্র আর কর্মীবল থাকলেই নেতৃত্ব কব্জা করা যায়। সে কারণে ছাত্রনির্ভর কিংবা আদর্শনির্ভর না হয়ে ছাত্ররাজনীতি হয়ে উঠেছে পেশীনির্ভর। সেই অনাকাঙ্ক্ষিত আর গণধিকৃত পন্থাতেই ক্যাম্পাসগুলো সন্ত্রাসীনির্ভর রাজনৈতিক থাবায় ক্ষত-বিক্ষত। যেসব দলের অঙ্গ-সংগঠন হিসাবে এসব ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি জিইয়ে রাখছে, তার নেতৃবৃন্দও নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনকে সন্ত্রাসমুক্ত দেখতে চান না।

চরম দুঃখজনক হলেও না বলে উপায় নেই যে, আইয়ুবী স্বৈরশাসনামলে মোনায়েম খাঁ চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এ দেশে এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামের ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যে সন্ত্রাসী ছাত্র-রাজনীতির সূচনা হয়েছিল, সেই অবাঞ্ছিত ধারাই এখনও পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজ করে যাচ্ছে। আইয়ুব শাসনামলের এনএসএফ, ছুরি, চাকু আর চেন ব্যবহার করে সন্ত্রাস চালাত, আজ ভয়াবহ মারণাস্ত্র দখল করেছে ওইসব দেশী অস্ত্রের স্থান। কিন্তু আইয়ুব শাসনামলে সরকারী দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ-এর মাধ্যমে গুণ্ডামী পরিচালিত হলেও অধিকাংশ ছাত্র সংগঠন ছিল নিরস্ত্র এবং আদর্শের দ্বারা প্রতিপক্ষকে দমনের নীতিতে বিশ্বাসী। সে কারণে এনএসএফ-এর সন্ত্রাস দাবিয়ে রাখতে পারেনি ঊনসত্তরের ছাত্র আন্দোলনের তীব্র জোয়ার, যা পরবর্তী পর্যায়ে বিশাল গণআন্দোলনের রূপ পেয়ে ভাসিয়ে নিয়েছিল আইয়ুবের ক্ষমতার মসনদ।

সেই ঊনসত্তরের সংগ্রামী ছাত্রসমাজই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে পালন করেছে ঐতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। অথচ স্বাধীনতার পাঁচটি বছর যেতে না যেতেই আদর্শ নীতি আর যাবতীয় মূল্যবোধ বিলীন হয়ে গেল ক্ষমতাসীনদের নিরন্তর পৃষ্ঠপোষকতায়। জিয়ার শাসনামলে যে মেধাবী ছাত্রটির হবার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিংবা পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তারই হাতে এনে দিল ভয়াবহ মারণাস্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এল দলীয় অর্থের যোগান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে নারী কেলেঙ্কারির মতো অকল্পনীয় ঘটনার কথা শুনতে হলো দেশবাসীকে। ছাত্র-রাজনীতির নামে সন্ত্রাসসহ নানা রকম বিপথে চলে গেল ছাত্র সমাজেরই একটি অংশ। টেন্ডার, চাঁদাবাজি ইত্যাদি প্রক্রিয়া অর্থের নেশা ধ্বংসের যে বীজ স্বাধীন দেশে ছাত্র-রাজনীতিতে বপন করল তা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে করতে এরশাদ আর খালেদা জিয়ার শাসনামল গত হলো। দীর্ঘ ২১ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী ওই কলুষিত ছাত্র-রাজনীতির ধারাই এখনও পর্যন্ত বহমান। সন্ত্রাস এখনও ছাত্র রাজনীতিতে বিরাজমান। পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়নি। সন্ত্রাস এখনও পর্যন্ত পেশা। হল দখল এখনও পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনের ক্ষমতার মানদণ্ড। গত ১৩ জুলাই রবিবার প্রকাশিত এক উপসম্পাদকীয় কলামেই আমাদের আহ্বান ছিল "দুই নেত্রী এবং ভিসি এক টেবিলে বসুন। ভার্সিটিকে সন্ত্রাসমুক্ত করুন।" কিন্তু সেই আহ্বান নেতৃবৃন্দের কর্ণগোচর হয়েছে কিনা কে জানে! এটাই বড় সত্য যে, প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এবং ভিসির ওপরই নির্ভর করছে— তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাসমুক্ত দেখতে চান কিনা। কেননা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ছাত্র সংগঠনগুলো সবসময়ই ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়তর করে নেয়। যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে তখন সে দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করে। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনসমূহে ঐ নিন্দিত ধারাতেই ছাত্র রাজনীতি চলছে।

এই তিক্ত বাস্তবতার আলোকেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ কয়েক মাস আগে কিছুকালের জন্য শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দেননি আমাদের রাজনীতিবিদগণ। কি বিরোধী দল কি সরকারী দল— কোন মহল থেকে এই নিরপেক্ষ প্রস্তাব বিবেচিত হয়নি ইতিবাচক দৃষ্টিতে। এশিয়া প্যাসিফিক সিভিল সোসাইটির দ্বিতীয় সম্মেলন উদ্বোধনকালে গত ২৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ আবার কিছু অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন যে, 'দলগুলো ক্ষমতা দখল করতে যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।' রাষ্ট্রপতির এ অভিযোগ যতই অপ্রিয় হোক, নির্মম সত্য— এতে কোন সন্দেহ নেই। শিখা চিরন্তন নিয়ে এবং বায়তুল মোকাররম চত্বরে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর অনুষ্ঠানে ধর্মের নামে যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্ধ রাজনীতির পরাকাষ্ঠা মৌলবাদী একটি গোষ্ঠী দেখিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, রাজনীতিতে কী গভীর পচন ধরেছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে আরও বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করছে, কারখানা শ্রমিকদের ব্যবহার করছে, এমনকি ধর্মকেও ব্যবহার করছে। শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার পরিবেশ তো নেই-ই উপরন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে নৈতিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য যে, রাষ্ট্রপতির ঐ উক্তি সূর্যালোকের মতোই বাস্তব সত্য।

রাষ্ট্রপতির এই উক্তির পরেও যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বোধোদয় না ঘটে, যদি ক্যাম্পাসে হল দখলের সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি তাঁরা জিইয়ে রাখেন, তাহলে বুঝতে হবে দেশবাসীর জন্য এক চরম দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। রাষ্ট্রপতির এই অপ্রিয় উক্তি যতই কটু মনে হোক— এ উক্তি দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষেরই অন্তরে লালিত নিঃশব্দ ক্ষোভের বহির্প্রকাশ। এ দেশে সাধারণের কাছে আলেম উলামাদের এক সময় যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, ছাত্র সমাজের প্রতি দেশবাসীর অনেক আশা ছিল—সেই মর্যাদা আর আশা কি পুনরুদ্ধার করা মোটেও অসম্ভব?

ধর্মের নামে যারা লেবাসধারী হয়ে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রকৃত আলেম সমাজকেই অসম্মানীত করছে, অর্থের লোভে সন্ত্রাস নির্ভর ছাত্ররাজনীতি করে যারা দেশের ছাত্রসমাজের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, তাদের কবল থেকে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য আজ ক্ষমতাসীন দলকেই ত্যাগী ও সাহসী ভূমিকা নিতে হবে। দেশবাসীকে জানতে দিতে হবে তারা ছাত্ররাজনীতির গন্তব্য কোথায় স্থির করবেন।